পাকিস্তানী সেনাদের উপর তেহরিকে তালেবানের হামলা, নিহত ৪ মুরতাদ সেনা!

তালেবান হামলায় হতাহত হয়েছে প্রায় সাতশত কুফফার সেনা, ১৮ আমেরিকান নিহত!

সোমালিয়ায় চলছে কুফফার নিধন, কেনিয়ায় নিহত মার্কিন এবং ইসরাঈলী সেনা!

আনসারুশ শরীয়ার হামলায় নিহত ৪ খারেজী, হুতি সন্ত্রাসীদের কয়েক সেনা হতাহতের আশংকা!

নুসাইরীদের উপর চলছে 'ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন' অপারেশন রুমের হামলা, আল-কায়েদাপন্থী ইমাম বুখারী ব্রিগেডের হামলায় হতাহত ৫ নুসাইরী!

এবং মালিতে আল-কায়েদার হামলায় হতাহত প্রায় ৩৬ কুফফার সেনা, বুরকিনা ফাসোতেও অভিযান অব্যহত!

আফগানিস্তান:

গত সপ্তাহে আফগানিস্তানে আমেরিকার হুকুমে পরিচালিত কাবুল প্রশাসন এবং আগ্রাসী আমেরিকান সেনাদের উপর ইসলামী ইমারতের যোদ্ধাদের চালানো ৯০টি হামলায় প্রায় সাতশত কুফফার সেনা হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে ৪০০-এর অধিক আফগান সেনা এবং আরো ১৮আমেরিকান সেনা নিহত হয়েছে। বিপরীতে, ইসলামী ইমারতের ১৫জন যোদ্ধা শাহাদাতবরণ করেছেন ঐসকল হামলায় এবং আহত হয়েছেন আরো ৬জন। এদিকে ৭ আফগান সেনাকে গ্রেফতার করেছেন ইসলামী ইমারতের যোদ্ধারা এবং আরো ৪৬ আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামী ইমারতের সাথে যোগদান করেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। শত্রুদের প্রায় ১২টির মত চেকপোস্ট ও সামরিক ঘাঁটিসহ বিশাল কয়েকটি এলাকায় তালেবান যোদ্ধারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । আমেরিকার দালাল আফগান সেনাদের থেকে তালেবানরা ১৫টি ক্লাশিনকোভ, বিভিন্ন ধরণের ৩টি মেশিনগান, ১৬টি বন্দুক ও ১টি ড্রোনসহ বিপুল পরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন। এদিকে, সাধারণ মানুষের উপর আমেরিকা এবং কাবুল প্রশাসনের যৌথ হামলায় নারী ও শিশুসহ ৩১জন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ৭জন। এদিকে, একটি মাদ্রাসায় হামলা চালিয়ে মাদরাসাটি ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা ও তাদের অনুগত আফগান বাহিনী।

পাকিস্তানঃ

গত ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার দক্ষিণ ওয়াজেরিস্তানে শাওয়াল নামক এলাকায় দুপুর ০২:০০ সময় পাকিস্তানী সেনাদের লক্ষ্য করে একটি তীব্র হামলা চালান তেহরিকে তালেবানের মুজাহিদগণ। তেহরিকে তালেবানের অফিসিয়াল মিডিয়া "উমর মিডিয়ার" বরাতে জানা যায় যে, শুক্রবার দুপুর বেলায় ওয়াজেরিস্তানে পাকিস্তানী মুর্তাদ বাহিনীর ৫ সদস্যের একটি ইউনিটকে লক্ষ্য করে ঐ হামলাটি চালানো হয়। জানা যায়, প্রথমে তেহরিকে তালেবান মুজাহিদগণ পাকিস্তানী সেনা ইউনিটকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন এবং পরে হামলা চালানো শুরু করেন। এসময় মুজাহিদগণের হামলায় ৪ পাকিস্তানী সেনা ঘটনাস্থলে নিহত হয়, এবং আরেক সেনা পালিয়ে যায়। সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন তেহরিকে তালেবানের মুখপাত্র মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ।

আফ্রিকা:

গত ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার, বাইদাওয়ে এবং বুরকাবা শহরের মূল সড়কে ইথিওপিয়ান সেনাদের সামরিক বহরে বড় ধরণের হামলা চালান আল-কায়েদা শাখা হরকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ।যার ফলে নিহত হয় ৮২ কুফফার সেনা। ঐ বরকতময়ী হামলায় কুফফার বাহিনীর ৫টি ট্যাংক এবং ৩টি ট্রাক ধ্বংস হয়েছে। পাশাপাশি ট্যাংক, পিকআপ, সামরিক ট্রাকসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন হরকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারী শনিবার সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "কিসমায়ু" শহরে আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখার হামলায় আরো প্রায় ৪০ সোমালিয়ান মুর্তাদ সেনা নিহত হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বার্তাসংস্থা ওয়াকালাতুশ শাহাদাহ।

বার্তা সংস্থাটির বরাতে আরো জানা যায় যে, এই অভিযানে আল-কায়দার মুজাহিদগণ সোমালিয়ান মুর্তাদ বাহিনীকে হটিয়ে দুটি ঘাঁটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছেন। এসময় মুজাহিদগণ যুদ্ধাস্ত্র ভর্তি একটি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি গণিমত লাভ করেছেন।

একইদিনে সোমালিয়ার বাসুসা নামক শহরে আল-কায়দার মুজাহিদগণের হামলায় গুরুতর আহত হয় পোন্টল্যান্ড এর গোয়েন্দা প্রধান "জাকারিয়া"। বর্তমানে সে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আছে বলে জানা যায়।

গতসপ্তাহে সোমালিয়ার বিভিন্ন জায়গায় কুফফার বাহিনীর উপর আল-কায়েদা শাখা হরকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ আরো বেশ কতগুলো হামলা চালিয়েছেন। ঐ সকল হামলায় উচ্চপদস্থ সোমালিয়ান মুর্তাদ সামরিক সেনা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এবং বিপুল পরিমাণ গণিমত মুজাহিদগণের হস্তগত হয়েছে।

এছাড়াও, গত ২১ জানুয়ারী জোপল্যান্ড প্রশাসনের ৪ সদস্য আল-কায়েদার মুজাহিদগণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আত্মসমর্পণকারী সেনাদের মধ্য হতে ৩ জনই ছিলেন জোপল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি আহমেদ মাদবীর বিশেষ গার্ড।

এদিকে, সোমালিয়ায় এক নারীকে অপহরণ ও তার সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে সোমালিয়ার মধ্য শাবলী প্রদেশের জানবুরী শহরের ইসলামিক আদালত এক যুবকের উপর শরয়ী হদ কায়েম করেছে।

"ওয়াকালাতুশ শাহাদাহ্" বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার সিংহভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামীক রাষ্ট্রে একজন নারীকে অপহরণ করে তার সতীত্বকে নষ্ট করে এক বখাটে যুবক। পরে এই বিষয়ে বিচার দায়ের করা হয় হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আদালতে। সকল স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামী আদালত অপহরণকারী যুবককে ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করে এবং মহরে মিছেল জরিমানা দিতে বাধ্য করে। পাশাপাশি ইসলামী আদালত ঐ যুবকের এলাকা ত্যাগ করাকে উপকারী মনে করলে, তাকে এলাকা ত্যাগ করতেও বাধ্য করে।

অপরদিকে, গত ১৫ জানুয়ারী কেনিয়ার নাইরোবিতে আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণের হামলায় "জাসুন স্পিন্ডিলার" নামক এক মার্কিনীসহ আরো এক দখলদার ইসরাইলী ইহুদী সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়েছে।

ইয়েমেনঃ

গত ১৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের আবইয়ান প্রদেশের কাইফা শহরে আইএস সন্ত্রাসীদের গাড়ি লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান আল-কায়েদা শাখা আনসারুশ শরীয়ার মুজাহিদগণ। উক্ত বোমা বিস্ফোরণে আইএসের গাড়ি ধ্বংস হয়ে ৪ আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয় ।

একইভাবে, গত ২০ জানুয়ারী রবিবার একই শহরে খারেজী আইএস সন্ত্রাসীদের আরেকটি গাড়ি লক্ষ্য হামলা চালান আনসারুশ শরীয়ার মুজাহিদগণ। ঐ হামলায় অনেক আইএস সন্ত্রাসী হতাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এদিকে, গত ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার আবয়ান প্রদেশের কাইফা শহরেই সন্ত্রাসী হুতী বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী বোমা হামলা চান আনসারুশ শরীয়ার মুজাহিদগণ। তবে উক্ত হামলায় হুতি সন্ত্রাসীদের কত সংখ্যক সেনা হতাহত হয়েছে তা জানা যায়নি।

সিরিয়াঃ

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের পক্ষ হতে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে বড় ধরণের অভিযান।

ওয়া হাররিদিল মু'মিনীন" এর অফিসিয়াল চ্যানেল থেকে জানা যায়, গত ১৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার থেকে মুজাহিদগণ সিরিয়ার আলেপ্পোর "খান তুমান" শহরে নুসাইরী সন্ত্রাসী বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে বড় ধরণের অভিযান চালানো শুরু করেছেন।

একইভাবে, গত ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার দক্ষিণ আলেপ্পোর গ্রামাঞ্চলে নুসাইরী সন্ত্রাসী বাহিনীকে লক্ষ্য করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন "ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনীন" অপারেশন রুমে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণের স্নাইপার হামলায় ১ নুসাইরী সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং জাবহাতুল-মানসুরাহ এলাকায় মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় আহত হয় আরো এক নুসাইরী সন্ত্রাসী।

এদিকে, সিরিয়ায় জাবালুত-তুর্কমেন এলাকায় জিহাদ ও রিবাতের (সীমান্ত পাহারা) দায়িত্ব পালন করছেন আল-কায়েদাপন্থী জিহাদী দল ইমাম বুখারী ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

ইমাম বুখারী ব্রিগেডের মুজাহিদগণ গত ১৯শে জানুয়ারী শনিবারে লাতাকিয়ার জাবালুল আকরাদে সন্ত্রাসী নুসাইরীদের লক্ষ্য করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এতে, এক নুসাইরী সন্ত্রাসী নিহত হয়।

একই এলাকায় গত ২২ জানুয়ারী আল-কায়দাপন্থী জিহাদী গ্রুপ "ইমাম বুখারী ব্যাটালিয়ন"-এর মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী নুসাইরীদের অবস্থানে ভারী কামান ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে প্রাথমিক সংবাদ মতে ৩ নুসাইরী সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ১ নুসাইরী সন্ত্রাসী সেনা।

সংবাদগুলো নিশ্চিত করেছেন ইমাম বুখারী ব্রিগেডের অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেল।

মালিঃ

গত ১৭ জানুয়ারী মালির "সুকুলো" শহরে মালির মুর্তাদ সেনাদের সামরিক প্রদর্শনীর সময় মাইন বিস্ফোরণ হামলা চালান আল-কায়েদা শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের মুজাহিদগণ। তবে এই রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত ঐ হামলায় হতাহতদের কোন সংবাদ জানা যায়নি ।

এদিকে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বরাতে জানা যায়, গত ১৯শে জানুয়ারীতে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের মুজাহিদগণ কুফফার জাতিসংঘের অশান্তি সৃষ্টিকারী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন ।মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ইসলামের দুশমন ১০ সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ২৫ সেনা।

একইভাবে, গত ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবার মালির ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ সেনাবাহিনীর ব্যারাকে একটি হামলা চালান আল-কায়েদা শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের মুজাহিদগণ।ব্যারাকে হামলার ঘটনাটি ঘটলে এক মুর্তাদ সেনা নিহত হয় এবং বাকি সেনারা ব্যারাক ছেড়ে পলায়ন করেছে বলে জানা যায়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ বিজিত ব্যারেকটি হতে একটি সামরিকযান, একটি PK, ৬টি ক্লাশিনকোভসহ নানা ধরণের অস্ত্র ও গোলাবারুদ গণিমত লাভ করেন ।

অপরদিকে, মালি ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ বুর্কিনা ফাসোতে গত ২১ ও ২২ জানুয়ারী দুটি হামলায় অনেক সেনা হতাহতের ঘটনা ঘটে।

"আয-যাল্লাকা" সংবাদ সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবার আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা ফাসোর জিবু এলাকায় একটি তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের মুজাহিদগণ। যার ফলে অনেক কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়।

সংবাদ সংস্থাটি আরো জানায় , গত ২১ জানুয়ারী সোমবার মালিতে কুফফার সেনাদের গাড়ি লক্ষ্য করে "মুবতী" প্রদেশের "কুনকুরু শহরে একটি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার মুজাহিগণ। যার ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে মুর্তাদ বাহিনীর ঐ গাড়িটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।